কালের কণ্ঠ

তারিখ ..23 NOV 2016.. ...
পৃষ্ঠা ..১৪... কলাম....২......

ভালো স্কুলের সংখ্যা কম

যথাযথ মান নিশ্চিতের ব্যবস্থা করুন

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়ার পরও দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট একটি কাঠামোর মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার ভেতর দিয়ে শিক্ষাপঞ্জি শুরু হচ্ছে। ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে, প্রতিবছর পাসের হারও বাড়ছে। তার পরও শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের স্কুলভিত্তিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন-২০১৫ থেকে নেওয়া তথ্য উল্লেখ করে গতকাল কালের কণ্ঠে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তা হতাশাজনক। মাউশির উদ্যোগে দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোয় পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সালে দেশে টপ পারফর্মিং বা 'এ' ক্যাটাগরির স্কুল মাত্র ৭.৩২ শতাংশ, ওয়েল পারফর্মিং বা 'বি' ক্যাটাগরির স্কুল ৪৯.৮৫ শতাংশ। মডারেট বা 'সি' ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা কমলেও বেড়েছে পুওর পারফর্মিং বা 'ডি' ক্যাটাগরির স্কুল।

যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। স্কুলে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাদানই যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের। এ জন্য তাঁদের বিশেষ ভূমিকা নিতে হয়। নিয়মিত ক্লাসে যাওয়া ও পাঠদান শিক্ষকদের দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের সামনে দাঁড়ানোর আগে তাঁকে তৈরি হতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে তাঁকে জানতে হবে। শিক্ষার্থীর সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তুলে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। বিষয় সম্পর্কে সম্যক না জেনে কোনো শিক্ষক পাঠদান করতে গেলে তাতে ফাঁক থেকে যাবে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রণয়নের ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও অনেক শিক্ষক এখনো সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বোঝেন না। তাঁরা নোট-গাইড বই থেকে প্রশ্ন করেন। অনেক শিক্ষক অন্যদের কাছ থেকে প্রশ্ন ধার নেন। ধারণা করা যেতে পারে, শিক্ষকরা সৃজনশীল বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পাননি। আবার এমনও হতে পারে, যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা সবার জন্য যথেষ্ট নয়। সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করার মতো উপযুক্ত না হলেও অনেক শিক্ষকের ওপর প্রশ্ন করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই শিক্ষকরা নোট ও গাইড বই থেকে প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে, তা শিক্ষকরা বুঝতে পারছেন না কেন? শিক্ষকরাই যদি বিষয়টি বুঝে উঠতে না পারেন, তাহলে তাঁরা কিভাবে প্রশ্ন করবেন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন?

শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের। তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। স্কুলের সঙ্গে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করারও কোনো বিকল্প নেই। অভিভাবকদের অভিযোগ ও মূল্যায়ন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় উন্নত স্কুল গড়ে তোলা সম্ভব।